পুর-সংবাদ

আগরতলা পুরসভার ইতিবৃত্ত/ফণিভূষণ ভট্টাচার্য

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় আগরতলা পুরসভা-ই একমাত্র পুরসভা। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের শাসনকালে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে আগরতলা পুরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন পুরো এলাকা ছিল ৩ বর্গমাইল। পুরসভার প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন তদানীন্তন পলিটিক্যাল এজেন্ট এ. ডব্লু. বি. পাওয়ার (A. W. B. Power)। ১৩ এপ্রিল, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা আগরতলা পুরসভা আইন প্রবর্তন করেন। ঐ আইন মোতাবেক পুরো এলাকার বাসিন্দাদের কর সংগ্রহ করা হতো। পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা উন্নয়নেও তখন থেকেই নজর দেয়া হতে থাকে। প্রাথমিক হিসেবে তখন ৮৫২ টাকা পুরকর ধার্য্য হলেও আদায় হয়েছিল মাত্র ৩২৪ টাকা। অথচ খরচ হয়েছিল সে বছর ৯৯২ টাকা ৪ আনা। বাজারের অন্তর্গত গলিপথ, সেতু নির্মাণ খাতেই বেশির ভাগ অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল। তখনো শহরের রাস্তাঘাট, নর্দমা এবং সাধারণ পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ছিল অবহেলিত। এই আইন সত্ত্বেও 'স্বাধীন ত্রিপুরা পুর আইন' (Independent Tripura Municipal Ain) নামে পুর বিধি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে চালু হয়। এই আইন-ই ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ত্রিপুরা রাজ্য মিউনিসিপ্যাল আইন ১৩৪৯' —এ প্রত্যাবৃত্ত করা হয়। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ২.৭৮৬ বর্গ মাইল পুরো এলাকাকে ৬টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছিল। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে কিছু নতুন অঞ্চল পুরো এলাকার অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে পুরো এলাকা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫.৮১ বর্গ কিলোমিটার এবং সমগ্র পুরো এলাকাকে ১০টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। পরবর্তী সময়ে পুনর্বিন্যস্ত করে ওয়ার্ড সংখ্যা করা হয় ১৩।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ ১৫ আগষ্ট থেকে 'বঙ্গীয় পুর আইন ১৯৩২' ত্রিপুরায় চালু হলে—সেই আইনের মাধ্যমেই পুরসভার কাজকর্ম পরিচালিত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতভুক্তির পর থেকেই পুরসভার গুরুত্ব বেড়ে যায়। দেশ বিভাগের ফল স্বরূপ, স্বাধীনতার মুহূর্তে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রচুর সংখ্যক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবার

[৩২ পৃষ্ঠায়]

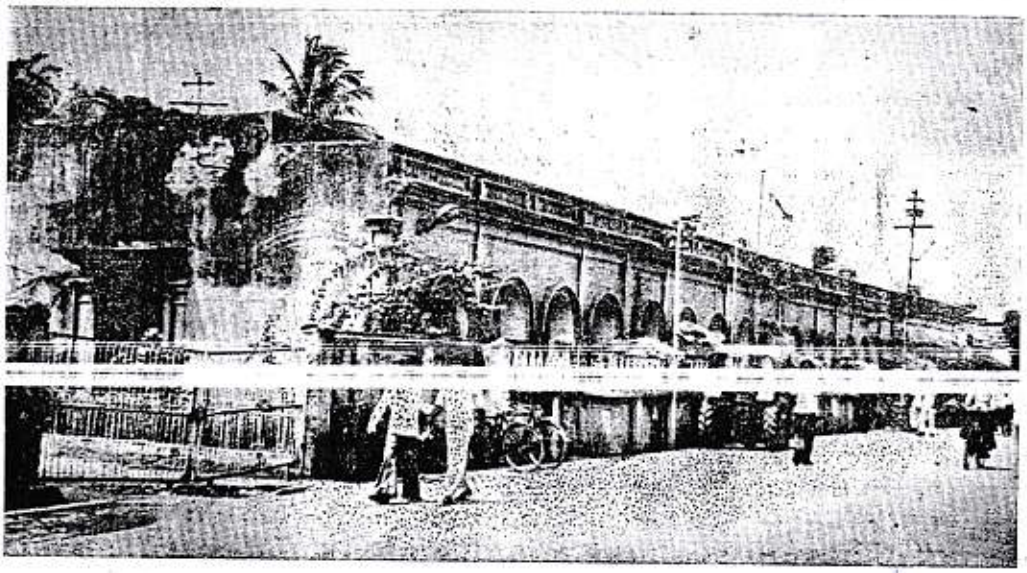

[আগরতলা পুরসভার বাড়ি]

য়েছিলেন। কবি ত্রিপুরার
ন এবং এই রাজা থেকে
ন্তনে নিয়ে গিয়ে সেখানে
ত্রিপুরার মহারাজারা
াদর করতেন না, তাঁরা
ব্রাহ্মচর্য বিদ্যালয় গোড়ার
বায় থেকে আর্থিক সাহায্য
বন্ধু তাঁর গাছপালায় প্রাণ
অর্থাভাবে ইউরোপ যেতে
অনুরোধে ত্রিপুরার মহারাজা
াহায্য করলেন এবং সেই
লেন। অন্ধকবি হেমচন্দ্র,
পর্যন্ত রাজ দরবার থেকে
আমার অগ্রজ এবং বিশেষ
দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, ভূপেন্দ্র
ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শিল্পী
দের সঙ্গে আমাদের মধ্যে
ন হতো যেন আমরা একই
তাঁরা কতোবার পুরোনো
রেছিলেন। এই কিছুদিন
সংগীত রসজ্ঞ ও সমালোচক
হয়েছিল। তাঁর পিতা
াতালের ডাক্তার ছিলেন।
াগরতলাতেই কেটে ছিল।
াকালের সুখ স্মৃতির কথা
এখনও দেখবার আগ্রহের কথা
মুখে যখন পুরোনোকালের
খন কত আনন্দ বোধ হয়।
া যখন জানতে পারি তখন
এমনটি হল। পরস্পর
একই পাড়াতে হয়ত বাস
, বন্ধুত্বের যোগসূত্র যেন
[illegible]
না পেতে পারি। তাই অতীত
ে কেমন করে একই শহরে
র বাস করতে হয়, বন্ধুত্বের
া যেন সকলকে গ্রহণ করতে
ক পারব সভ্য সমাজে বাস

[ওভারহেড জলাধার]

শহর আগরতলায় জল সরবরাহ —একটি পর্যালোচনা

চন্দন সেনগুপ্ত

যে কোন পুরসভার বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে প্রধান কাজ হলো জনসাধারণের জন্য পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী, জঞ্জাল অপসারণ এবং বর্ষার জল জমে যাতে শহরাঞ্চলের নাগরিকদের দুর্ভোগ পোহাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। এসব কাজকর্মের মধ্যে সর্বপ্রধান কাজ হলো পানীয় জল সরবরাহ করা। আগরতলা পুরসভার পরিচালন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানানো যায় যে, তাঁরা তাঁদের বেশীর ভাগ সময় সম্পদ এবং সময় শহরবাসীর জন্য পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহে ব্যয় করছেন।

আগরতলা পুরসভা অন্যান্য সেবামূলক কাজের পাশাপাশি জল সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজেও নিজস্ব দায়িত্ব সচেতন। কেননা, আগরতলা শুধু এ রাজ্যের রাজধানীই নয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধিরও প্রচণ্ড চাপ রয়েছে। ১৯৮১ আদমসুমারি অনুসারে বর্তমানে শহরের জনসংখ্যা ১,৩২,১৮৬ জন। এই শহরের আয়তন ১৫.৮১ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যার বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা করলে দেখা যাবে এই শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এর পেছনে রয়েছে রাজ্যের এবং পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশগত কিছু কারণ।

এটা বলা বাহুল্য যে, সমস্ত জনসাধারণকে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ পদ্ধতির মধ্যে নিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কেননা, জল সরবরাহ এমন একটি প্রকল্প যা বাস্তবায়িত করার বেলায় সবসময়ই ইতিমধ্যে অগ্রসর অঞ্চলের সম্ভাব্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা এবং অনুরূপভাবে যে সব এলাকার উন্নতি অদূর ভবিষ্যতেই সম্ভব সে সব এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি প্রকৃতির দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। এটা প্রয়োজন, যেহেতু অন্যান্য ব্যবস্থাদিসহ সামগ্রিকভাবে জলসরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি অর্থাৎ নলকূপের সাহায্যে অপরিশ্রুত / পরিশ্রুত জল উত্তোলন করাও পরবর্তী পর্যায়ে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

আগরতলার পূর্বদিকে প্রত্যহ ১.৩ মিলিয়ন গ্যালন জলোত্তোলন ক্ষমতা সম্পন্ন ওয়াটার ট্রিটমেণ্ট প্লান্ট (Surface water treatment plant) স্থাপনের মধ্য দিয়েই ১৯৬৯ সালে প্রাথমিক ভাবে জল সরবরাহ শুরু হয়েছিল। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সময় সময় ধাপে ধাপে এই জল সরবরাহ প্রকল্পের কিছুটা সম্প্রসারণ ঘটেছে। ১৯৭৮ সালে প্রত্যহ জলোত্তোলন ক্ষমতা ছিলো ১৮ লক্ষ গ্যালন। ১৯৭৮ সালে পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনীয়ারিং অর্গানাইজেশান এবং আগরতলা পুরসভা জলসরবরাহ বিবরণীকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে। [illegible]
ব্যবস্থা সম্প্রসারণ শুরু হবে একটি মাস্টার প্লান তৈরীর পর। সি এম ডি এ (Calcutta Matropolitan Development Authority) কর্তৃপক্ষের সমীপবর্তী হলে এ বিষয়ে সি এম ডি এ কর্তৃপক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার আন্তরিকভাবে পুরোপুরি সহযোগিতার হাত

নিয়ম কানুনের সংশ
জাতীয় ব্যবস্থার তিক
প্র শহর এলাকায় ভবিষ্য
ভলভাবে একটা আনহা
ষ্টির সম্ভাবনা রে
সৃষ্টির সম্ভাবনাকে সীমি
নের ব্যয় ভার লাঘব হবে
মূল্যবান ও সীমিত জমি
পনা মাফিক সুষ্ঠু ব্যবহা
জাতীয় বিধি ব্যবস্থা
তিক পরিবেশ ও স্থাপ
নরও সংস্থান রাখা সম্ভব
নগরীর সমস্যা অগণিত
ল। ব্যয়বহুল ও সম
সমস্যার বিভিন্নতা, বিস্তৃ
নেক অংশে সীমিত কর
র সমাধান করতে জনগণে
সহযোগিতা বিভিন্নভাবে
সাধারণ নাগরিকরা য
কে নিজের ছোট্ট গৃহকোণ
লো না বাসতে পারেন তার
কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা ও প্রচেষ্
স্যার আশু ও আদর্শ সমাধ
। তাই আজকের সমস্যা
আগামী দিনে সুন্দর ক
হলে কর্তৃপক্ষ ও নাগরি
গঠনমূলক মনোভাব নি
মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে

নির্মীয়মাণ টাউন হল প্রসঙ্গে

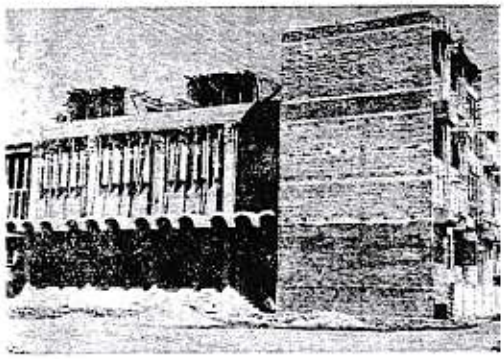

অরুণাভ চক্রবর্তী

শহরবাসীর অনেকেরই হয়ত জানা আছে যে আগরতলা পুরসভা বিধানসভার কাছে শ্বেতমহলের পাশে যেখানে লালমহল ছিল ওখানে একটি টাউন হল তৈরী করছে। হলটির পরিকল্পনা নক্সা ও নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য পূর্ত দপ্তরকে। এই হলটির প্রায় অনেকটাই তৈরী হয়ে গেছে। কিছু কাজ বাকী আছে। আগরতলার মানুষের ভালোবাসার ইচ্ছার দ্যোতক যে টাউন হল সকলের সহযোগিতায় তার যেটুকু কাজ বাকী আছে তাও নিশ্চয় তাড়াতাড়িই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

টাউন হলের দু'টি অংশ। এক অংশে লাইব্রেরি। অন্য অংশে অডিটোরিয়াম। পাঠাগারের নির্মাণকার্য অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। পাঠাগারটি দ্বিতল। প্রতিটি তলই বেশ বিস্তৃত। নীচের তলার আয়তন প্রায় ২২০০ বর্গফুট। এতে থাকবে বই রাখার আলমারী ও তাক, বই দেওয়া নেওয়ার স্থান ইত্যাদি। উপরতলায় একটি প্রশস্ত হলঘর—পড়ার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হবে। এটির আয়তন প্রায় ৩০০০ বর্গফুট। অডিটোরিয়ামের কথা শুরু করি গ্রীনরুম দিয়ে। একটি [illegible] মহিলা ও পুরুষদের জন্য দু'টি পৃথক গ্রীনরুমের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। গ্রীনরুমের সামগ্রিক আয়তন প্রায় ৮৫০ বর্গফুট। সঙ্গে পৃথক পৃথক ল্যাভাটরির বন্দোবস্ত আছে।

স্টেজটি বিশেষভাবে বড় করে তৈরী করা হয়েছে। এত বড় স্টেজ ত্রিপুরা রাজ্যে আর নেই। এর গভীরতা চল্লিশ ফুট। প্রসেনিয়ামের বিস্তৃতি প্রায় ৪০ ফুট। মঞ্চটি এমনভাবে নির্মিত যাতে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন গান বাজনা, বক্তৃতা, সেমিনার কিংবা আধুনিক নাটক কোনো কিছুরই অসুবিধা না হয়। এর জন্য বিশেষ আলোক মঞ্চ ও সাউণ্ড সিস্টেম ব্যবহার করা হবে।

প্রেক্ষাগৃহে মোটামুটি প্রায় ১০৫০ টি আসন থাকবে। এর মধ্যে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে প্রায় ৭৫০। বাদ বাকী ব্যালকনিতে।

দর্শকের আসন সম্বলিত হলগুলির আয়তন—

১) গ্রাউণ্ড ফ্লোর— প্রায় ৫০০০ বর্গফুট
২) ব্যালকনি— প্রায় ১৭০০ বর্গফুট

ব্যালকনিতে যাওয়া যাবে আপার ফয়ার থেকে দুটি সিঁড়ি গুচ্ছ দিয়ে। নীচের তলার ফয়ার থেকে উপরতলার ফয়ারে যাবার জন্য আছে দুটি প্রশস্ত সিঁড়ি ঘর। নীচের তলায় ফয়ারের আয়তন প্রায় ১১০০ বর্গফুট। দোতলার ফয়ারের আয়তনও প্রায় তাই।

হলের বাইরে থেকে ফয়ারে ঢোকার জন্য আছে একগুচ্ছ সিঁড়ি। সিঁড়ির উপরে ছাউনি হিসাবে আছে বেশ কয়েকটি অর্ধবৃত্ত সম্বলিত ক্যানোপি।

টাউন হলের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যদিও জায়গা কম তবুও বাউণ্ডারী ওয়াল দিয়ে বাগান করার ইচ্ছে আছে।

এই নির্মিয়মান টাউন হলের কয়েকটি স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য আছে।

১) ব্যালকনিতে ত্রিপুরার মধ্যে এই প্রথম আর. সি. সি. ফোল্ডিং স্ল্যাব ব্যবহার করা হল। ব্যালকনি থেকে স্টেজের কোনো অংশেই দৃষ্টিপথ যাতে ব্যাহত না হয় ব্যালকনির ডিজাইনটি সেভাবেই করা হয়েছে।

২) উন্নত ধরনের সাউন্ড সিস্টেম ও শব্দ নিয়ন্ত্রণের কলা-কৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষ ধরনের অ্যাকুস্টিক্যাল ট্রিটমেন্টের ফলে রিভারবেরেশন টাইম, অডিবিলিটি, সাউন্ড লেভেল ইত্যাদি সুনিয়ন্ত্রিত হবে আশা করা যায়।

৩) আলোক নিয়ন্ত্রণ ও আলোকের ব্যবহার আধুনিক পদ্ধতিতে করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

৪) বসার জন্য দিল্লীর ইন্দ্রপ্রস্থ স্টেডিয়ামে ব্যবহৃত পলিপ্রপলিনের রঙচঙে উজ্জ্বল চেয়ার ব্যবহার করার কথা ভাবা হচ্ছে। এগুলি হাল্কা, আধুনিক [illegible]। আশা করা যাচ্ছে এগুলি উজ্জ্বল চেহারার সঙ্গে আরামদায়ক এবং টেঁকসই হবে।

৫) এছাড়া বিল্ডিংটির আর্কিটেকচারাল ডিটেলসের দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে। সামনের দিকে একটি বিরেট দেওয়ালে শিল্পীর সহায়তায় একটি ম্যুরাল তৈরী করার কথাও ভাবা হচ্ছে।

পুরসভার ইতিবৃত্ত

[পাঁচের পাতার পর]

ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করলে এই শহরের লোক সংখ্যা দশগুণ বেড়ে যায়। শুধু এই শহরের জনসংখ্যার বিশ্লেষণাত্মক চরিত্রই পাল্টে যায় নি, বড় হয়ে দেখা দেয় নানা রকম আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা। এ সকল সমস্যা এখনো এই শহরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। আদমসুমারি ভিত্তিক এই শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ছক নীচে প্রদত্ত হলো :—

১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১
৪২,৫৯৫	৫৪,৮৭৮	১,০০,০২৮	১,৩২,১৮৬

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ এপ্রিল থেকে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুলাই পর্যন্ত আগরতলা পুরসভা ছিলো সরাসরি সরকার পরিচালনাধীন। প্রায় ২৩ বছর পর ১৯৭৮ সালের ১১ জুলাই নির্বাচিত পুর কমিশনারগণ পুরসভা পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বর্তমান নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ ১৬ জুলাই ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পুরসভা পরিচালনার দায়িত্ব নেন। সরকার পরিচালনাধীন পুরসভা বিগত ২৩ বছরে শহরের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে সরাসরি পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এই শহরের লোকসংখ্যা ১৯৫১ সালে যেখানে ছিল ৪২,৫৯৫ জন ১৯৮১ সালের আদমশুমারির হিসেবে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৩২১৮৬ জন। কিন্তু শহরবাসীর প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার তেমন কোন সংস্থান করা যায়নি। ইতিমধ্যে যে সব সামাজিক ও আর্থিক সমস্যা নগর জীবনে সংগঠিত হয়েছে এবং যে সব দাবী মাথা তুলছে—সে সব সমস্যা মোকাবিলার প্রয়োজনে পুর কর্মসূচীকে পুনর্মূল্যায়নের নিরিখে ঢেলে সাজাতে হয়েছে। পুনরায় চিন্তাভাবনার পর এবং রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নগর জীবনের কিছু মৌলিক সুযোগ সুবিধা সংস্থানের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এ সকল কর্মসূচীর সফল রূপায়ন রাজ্য সরকারের পূর্ণ সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল।

এ সমস্ত কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে জল সরবরাহ, নর্দমা তৈরী, রাস্তা নির্মাণ, রাস্তায় আলোর সংস্থান, বস্তি উন্নয়ন, খাটা পায়খানাসমূহে স্যানিটারি পায়খানায় পরিবর্তন, জনস্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়ন, অনাথ শিশু ভবন পরিচালনা, হরিজনদের জন্য আদর্শ বাড়ি নির্মাণ ও বাজার সমূহের উন্নতি ও সম্প্রসারণ।

সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষে

[তেইশের পাতার পর]

পূর্ব শর্তই হলো সর্বাঙ্গীণ বয়স্ক শিক্ষা। পুরসভার সামাজিক দায়িত্ব সচেতনতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা। এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হলো বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ সঞ্চার। পুরসভা সীমিত আয়ের মধ্যেও দু'টো বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র হরিজন ও তপশিলী জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিচালনা করছে।

পুরসভা বার্ষিক পরিকল্পনায় বরাদ্দ থেকেই দু'টো শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনায় প্রতি বছর পাঁচ হাজার টাকা খরচ করছে। ১৯৮১-৮২ সালে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। জগহরিমুড়া এবং উন্নয়ন সংঘের কাছে এবছর আরও দু'টো বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

স্বপ্ন এখন বাস্তবায়িত

এই শহরে একটি আধুনিক [illegible] তোলার স্বপ্ন দীর্ঘ দিনের। বিধানসভা সংলগ্ন পুরোনো লালমহল চত্বরে টাউন হল গড়ে তোলার কাজ এখনে শেষ পর্যায়ে। পূর্ত দপ্তরের স্থাপত্য শিল্প বিভাগ এই হল গড়ে তোলার কাজ করছেন। এই হল নির্মাণে খরচ হবে প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা। এই অর্থের সিংহভাগই বহন করছেন বামফ্রন্ট সরকার।

১০৫০ আসনবিশিষ্ট এবং শব্দ স্তর পরীক্ষিত এই টাউন হল এ বছরই উদ্বোধন করা সম্ভব হবে।

শহরের লোকসংখ্যা বাড়ায় এই টাউন হল যাতে সভা, [illegible] অনুষ্ঠানের মঞ্চে পরিণত হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই হলটি গড়ে তোলা হচ্ছে।

অন্যান্য

প্রতি ওয়ার্ডে বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তোলা, ওয়ার্কিং গার্লদের জন্য হোস্টেল তৈরী, আরও পার্ক তৈরীর প্রস্তাব রয়েছে। ইতিমধ্যে জগন্নাথ বাড়ীর উল্টো দিকে নতুন একটি পার্ক তৈরীর কাজ চলছে। শহরের স্ট্রিট গার্লদের সমস্যাও পুরসভা সরকারী সহযোগিতায় স্থায়ীভাবে সমাধানের কথা ভাবছে। পুরসভার অনেক কাজই অর্থাভাবে সম্পন্ন করা যাচ্ছেনা।

পুর কমিশনারদের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত সব পুর ওয়ার্ড মিলিয়ে ১৫০ জনের বার্ধক্য ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে।

এক নজরে পুরসভা

প্রায় ২৩ বছর পর ১৯৭৮ সালে পুরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমান পুর এলাকা	:	১৫'৮১ বর্গ কিমি
ওয়ার্ড সংখ্যা	:	১৩
লোকসংখ্যা	:	১,৩২,১৮৬ (১৯৮১ আদমসুমারি)
শিক্ষিতের হার	:	৭৬ শতাংশ
জলাধার	:	৬টি
গভীর নলকূপ	:	১৬টি
বাজার	:	৯টি
হকার্স কর্ণার	:	১টি
নলকূপ	:	৭৩৬টি
পানীয় জলোত্তোলন ক্ষমতা	:	৩৩ লক্ষ গ্যালন (প্রত্যহ)
পুর শিশু ভবন	:	১টি
পুর গ্রন্থাগার	:	১টি
বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র	:	২টি

নগরোন্নয়নের কাজে সহযোগিতার জন্য প্রতি ওয়ার্ডে নাগরিক কমিটি ও ওয়ার্ড অফিস রয়েছে।